আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬

(১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন)

আইন কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন ও বিভিন্ন আদালতে বহুসংখ্যক মামলা দীর্ঘদিন বিচারাধীন থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মৌলিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আইনগত দিকসমূহ পুনরীক্ষণ ও আইন শিক্ষার মানোন্নয়নসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করার লক্ষ্যে অচল আইনসমূহ বাতিল, প্রচলিত অন্যান্য আইনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উহাদের যুগোপযোগী সংস্কার অথবা ক্ষেত্রমত নূতন আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি স্থায়ী আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১। এই আইন আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “কমিশন” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আইন কমিশন;

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) “সদস্য” অর্থ কমিশনের কোন সদস্য।

কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইন কমিশন নামে একটি কমিশন থাকিবে।

কমিশনের কার্যালয়

৪। কমিশনের কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

কমিশন গঠন

৫। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য-সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে এবং সরকার প্রয়োজন মনে করিলে উহার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বত্সর মেয়াদে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পর, সরকার যথাযথ বিবেচনা করিলে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে নির্ধারিত সময়কালের জন্য পুনর্নিয়োগ করিতে পারিবে৷

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন; এবং যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য গুরুতর অসদাচরণ কিংবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে তাঁহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে সরকার যে কোন সময় তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীনে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না৷

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন৷

(৬) শুধুমাত্র চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য-পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তত্সম্পর্কে কোন বৈধতার প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না৷

অবৈতনিক সদস্য

[১][৫ক৷ সরকার অনূর্ধ্ব তিন বত্সর মেয়াদের জন্য কমিশনের এক বা একাধিক অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য তাহাদিগকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করিবে৷]

কমিশনের কার্যাবলী

৬৷ কমিশনের কার্যাবলী হইবে-

(ক) বিভিন্ন স্তরের আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে বিলম্বের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উহাদের নিষ্পত্তি

ত্বরান্বিত করার এবং ন্যায় বিচার যথাসম্ভব দ্রুত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-

(১) সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে উহাদের সংশোধন বা ক্ষেত্রমত নূতন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা;

(২) বিচার ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য উহার প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা;

(৩) বিচার ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাত্ বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন কর্মকর্তা ও আইনজীবীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(৪) সামগ্রিকভাবে বিচার ব্যবস্থা এবং বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট আইনের অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;

(৫) আদালত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক, যথা, বিচারকদের মধ্যে কার্যবণ্টন, নকল সরবরাহ, নথি প্রেরণ ও সংরক্ষণ, নোটিশাদি জারী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় আধুনিকীকরণ সম্পর্কে সুপারিশ করা;

(৬) ফৌজদারী মামলার অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার এবং সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি অধিকতর দক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ তত্সম্পর্কে গ্রহণীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(খ) দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া-

(১) শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির এবং একচেটিয়া আধিপত্য পরিহারের উদ্দেশ্যে কোম্পানী আইনসহ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন বা ক্ষেত্রমত নূতন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা;

(২) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন বিশেষতঃ কপিরাইট, ট্রেড মার্ক, পেটেন্ট, আরবিট্রেশন, চুক্তি, রেজিস্ট্রেশন এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়াদি সংক্রান্ত আইনসমূহ পরীক্ষান্তে সুপারিশ করা;

(৩) বাণিজ্য এবং ব্যাংক ঋণ বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তির জন্য পৃথক আদালত স্থাপনের বিষয় পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;

(গ) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচলিত নির্বাচনী আইনসমূহের প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করা;

(ঘ) শিশু ও নারীদের অধিকার সংরক্ষণ এবং নারী নির্যাতন রোধকল্পে প্রচলিত আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও ক্ষেত্রমত নূতন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা;